পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক শ্রমিক ইউনিয়ন

১৮এ ব্র্যাবোর্ণ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
(বি.ই.এফ.আই-এর অন্তর্ভুক্ত সংগঠন)
রেজিঃ নং — ৪১৯৯

সার্কুলার নং - ০৩/২০১৬ তারিখ - ২৯.০২.২০১৬

প্রিয় সাথী,

দ্বা-বিংশতিতম সম্মেলনের পর গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ অনুষ্ঠিত নব নির্বাচিত সাধারণ পরিষদের প্রথম সভাতে বিগত সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিকে সফলভাবে রুপায়ণের লক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সাধারণ পরিষদের সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসহ পদাধিকারীদের মধ্যে সাংগঠনিক কাজের মূল দায়িত্ব বন্টন করা হয়।

কলকাতা, বর্ধমান ও মেদিনীপুর সার্কেলের কাজের দায়িত্ব বন্টনে আরোও বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্ব ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট সার্কেলের সি.এফ.সিতে যথাযোগ্য আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

কলকাতা সার্কেল = সামগ্রিকভাবে কলকাতা সার্কেলের সাংগঠনিক দায়িত্ব থাকবেন কমরেড অমিতাভ দে।

কলকাতা = ১ সমগ্র অঞ্চলের মূল দায়িত্বে থাকবেন কমরেড বুদ্ধদেব দাস।**

অন্যান্য পদাধিকারী, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও সাধারণ পরিষদের সদস্য যারা এই অঞ্চলের সাথে যুক্ত থাকবেন তারা হলেন = কমরেড বিদ্যুৎ ব্যানার্জী, প্রণব চক্রবর্তী, মিতালি পাল, লিপিকা চক্রবর্তী, সুতপা চক্রবর্তী, শিখা ঘটক, রামতনু দত্ত, উজ্জল দত্ত, সুমিত সোম, তুষার চক্রবর্তী, অলোক দাস, অশোক পাল, আইকা বালাজী, রমা চট্টরাজ, শ্বাশতী দে, পলাশ মন্ডল, জগন্নাথ ব্যানার্জী, সঞ্জীব দাস, সুব্রত চক্রবর্তী, মৃণাল চক্রবর্তী, সাগ্নিক মুখার্জী, ত্রিদিব রায় চৌধুরী, শেখর দাস, সায়ন্তন চক্রবর্তী, কুন্তর হালদার, শৌভিক সেন, প্রবীর হালদার, প্রভা গুপ্তা ও সুদীপ্ত দত্ত।

কলকাতা = ২ সমগ্র অঞ্চলের মূল দায়িত্বে থাকবেন কমরেড পিনাকী রায়চৌধুরী।**

অন্যান্য পদাধিকারী কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও সাধারণ পরিষদের সদস্য যারা এই অঞ্চলের সাথে যুক্ত থাকবেন তারা হলেন = কমরেড সোমনাথ দাশগুপ্ত, অলোক দত্ত, দীপক মজুমদার, সুব্রত চ্যাটার্জী, দীপক নস্কর, মালা দে, অভিজিৎ সরকার, তিমির মন্ডল, মিলন দে, অলোক মজুমদার, সত্যব্রত দত্ত, বল্লরী ভৌমিক, চারুলাল মিস্ত্রি, পার্থ রায়, প্রশান্ত ভৌমিক, জয়দীপ দে, সুরজিৎ মজুমদার, কিশোর চ্যাটার্জী, প্রহ্লাদ নাথ, শুভজিৎ দাস, অনিল পাল, বৈশালী হাজরা, শুভম সিনহা, জয়ন্ত খান, সায়ন মুখার্জী, পল্লবী নাথ ও সুদীপ সরকার।

মেদিনীপুর = সামগ্রিকভাবে মেদিনীপুর সার্কেলের সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকবেন কমরেড বারিদ বরন দাস।

পশ্চিম মেদিনীপুর = সমগ্র অঞ্চলের মূল দায়িত্বে থাকবেন কমরেড শান্তনু হালদার।

পূর্ব মেদিনিপুর = সমগ্র অঞ্চলের মূল দায়িত্বে থাকবেন কমরেড প্রবীর মন্ডল।

পুরুলিয়া = সমগ্র অঞ্চলের মূল দায়িত্বে থাকবেন কমরেড অচিন্ত্য নিয়োগী।

অন্যান্য পদাধিকারী, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও সাধারণ পরিষদের সদস্য যারা এই অঞ্চলের সাথে যুক্ত থাকবেন তারা হলেন = কমরেড নৃসিংহ প্রসাদ সরকার, মলয় বালা, বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী, গৌতম দাস, শক্তি পদ কুলভী, শুভংকর দে, উত্তম দাস, প্রেমাংশু পাল চৌধুরী, ভাস্কর চক্রবর্তী, ভাস্কর নস্কর, সৌপ্তিক ব্যানার্জী, সুমিতা জানা মাইতি, দিলিপ কুমার মাইতি, অসিত কুমার পট্টনায়ক, বিদ্যুৎ কুমার জানা, দিলিপ কুমার পান্ডা, রাজেন্দ্র কুমার সাহু, অজিত কুমার খান, সন্দীপ ঘোষ, বাদল বেরা, তরুন কুমার চক্রবর্তী, প্রীতম কুমার হাটি, শঙ্কর দে, হিমাংশু মিস্ত্রি, কলন্দর আনসারী ও মদন কিস্কু।

বর্ধমান = সামগ্রিকভাবে বর্ধমান সার্কেলের সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকবেন কমরেড অনুপম মিত্র।

বর্ধমান — ১ ও ২ = সমগ্র অঞ্চলের মূল দায়িত্বে থাকবেন কমরেড অবনী চ্যাটার্জী ও কমরেড সুনয় বিশ্বাস।

বর্ধমান সার্কেলের সি. এফ. সিতে যথাযোগ্য আলোচনা করে বর্ধমান ১ এবং ২ এর ভৌগলিক ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

অন্যান্য পদাধিকারী, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও সাধারণ পরিষদের সদস্য যারা এই অঞ্চলের সাথে যুক্ত থাকবেন তারা হলেন = কমরেড সন্দীপ পাল, অনাদী লাহা, নিত্য দাস, আবির বিক্রম রায়, অভয় চন্দ্র রায়, চূড়ামনি সেনাপতি, বাচ্চেলাল যাদব, দেবাশীষ গোস্বামী, সনজিত রায়, অনিন্দ্য দে, সুজিত সরকার, অমর্ত্য আচার্য্য, আশীষ মজুমদার, জয়ন্ত ঘোষ, সুকৃত মিত্র, কিংকর পাল, সুজয় দাস, দীপঙ্কর মুখার্জী, দেবজিৎ দত্ত, বিল্লেশ্বর লাহা, সুভাষ গুপ্ত, রঞ্জিত সরকার, অজয় কুমার, দীপজয় থোকদার, আরিফ ইকবাল, সন্তোষী সাহা, মৃত্যুঞ্জয় সেন, শৌভিক ভট্টাচার্য্য, অভিক পাল, তাপস পাল, অলোক হালদার, দীনবন্ধু মুখার্জী, দেবজ্যোতি দাস, ইশিতা দাস ও সৌরভ দাঁ।

কলকাতা, বর্ধমান ও মেদিনীপুর এই তিনটি সার্কেলের ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষের সাথে যৌথ আলোচনা (Joint Discussion) সংগঠিত করার দায়িত্বে থাকবেন কমরেড শ্রীজিৎ সেনগুপ্ত।

কলকাতা, বর্ধমান ও মেদিনীপুর এই তিনটি সার্কেলের ক্ষেত্রেই সার্কেল ফাংশনিং কমিটি (CFC) র নিয়মিত সভা ডাকার দায়িত্বে থাকবেন কমরেড অনিমেষ সুর।

অফিস সেক্রেটারি = কমরেড বুদ্ধদেব দাস

সংগঠনের মুখপত্র "মুখর"

সম্পাদক — কমরেড সুজিত ঘোষ

সম্পাদকমন্ডলীর অন্যান্য সদস্যগণ — কমরেড অনুপম মিত্র, অলোক দাস, পিনাকী রায়চৌধুরী, বিদ্যুৎ ব্যানার্জী, শিখা ঘটক, সত্যব্রত দত্ত, সোমনাথ দাশগুপ্ত, নৃসিংহ প্রসাদ সরকার, বৈশালী হাজরা, শ্বাশতী দে ও শ্রীজিৎ সেনগুপ্ত।

সার্কেল সমন্বয় উপ-সমিতি (Circle coordination sub-committee) =

কলকাতা, বর্ধমান ও মেদিনীপুর এই তিনটি সার্কেলের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সমন্বয় রক্ষার ক্ষেত্রে এই সাব কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে।

সার্কেল সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক-সদস্য হবেন কমরেড অনিমেষ সুর।

অন্যান্য পদাধিকারীরা হলেন কমরেড শ্রীজিৎ সেনগুপ্ত, অমিতাভ দে, অনুপম মিত্র, পিনাকী রায়চৌধুরী, বুদ্ধদেব দাস, বারিদ বরন দাস, অবনী চ্যাটার্জী ও কমরেড সুনয় বিশ্বাস, শান্তনু হালদার ও অচিন্ত্য নিয়োগী।

১) অফিস উপ-সমিতি

অফিস উপ-সমিতির আহ্বায়ক-সদস্য হবেন কমরেড রামতনু দত্ত।

অন্যান্য সদস্যরা হলেন কমরেড সুব্রত চ্যাটার্জী, অলোক মজুমদার, তুষার চক্রবর্তী, লিপিকা চক্রবর্তী, দীপক মজুমদার, নৃসিংহ প্রসাদ সরকার, প্রবীর হালদার ও সন্দীপ পাল।

২) মহিলা উপ-সমিতি

মহিলা উপ-সমিতির আহ্বায়ক-সদস্যা হবেন কমরেড মালা দে।

অন্যান্য সদস্যরা হলেন লিপিকা চক্রবর্তী, সুতপা চক্রবর্তী, মিতালি পাল, শিখা ঘটক, বল্লরী ভৌমিক, শ্বাশতী দে, রমা চট্টরাজ, বৈশালী হাজরা, পল্লবী নাথ, প্রভা গুপ্তা, সুমিতা জানা মাইতি, সন্তোসী সাহা ও ইশিতা দাস।

৩) নতুন নিয়োগ সংক্রান্ত উপ-সমিতি

নতুন নিয়োগ সংক্রান্ত উপ-সমিতির আহ্বায়ক-সদস্য হবেন কমরেড দীপক নস্কর।

অন্যান্য সদস্যরা হলেন বুদ্ধদেব দাস, সুনয় বিশ্বাস, লিপিকা চক্রবর্তী, সুতপা চক্রবর্তী, নৃসিংহ প্রসাদ সরকার, অমিতাভ দে, অনিমেষ সুর, প্রবীর হালদার, অবনী চ্যাটার্জী, শান্তনু হালদার, সন্দীপ পাল ও সুজয় দাস।

৪) সমবায় উপ-সমিতি

সমবায় উপ-সমিতির আহ্বায়ক-সদস্য হবেন কমরেড তিমির মন্ডল।

অন্যান্য সদস্যরা হলেন নৃসিংহ প্রসাদ সরকার, অনাদী লাহা, বুদ্ধদেব দাস, দীপক মজুমদার, মালা দে, সুজিত সরকার, অভিজিৎ সরকার ও অচিন্ত্য নিয়োগী।

৫) সাংস্কৃতিক উপ-সমিতি

সাংস্কৃতিক উপ-সমিতির আহ্বায়ক-সদস্যা হবেন কমরেড বল্লরী ভৌমিক।

অন্যান্য সদস্যরা হলেন সত্যব্রত দত্ত, সোমনাথ চ্যাটার্জী, শিখা ঘটক, বৈশালী হাজরা, লিপিকা চক্রবর্তী

৬) হলিডে হোম উপ-সমিতি

হলিডে হোম উপ-সমিতির আহ্বায়ক-সদস্য হবেন কমরেড মিলন দে।

অন্যান্য সদস্যরা হলেন সুনয় বিশ্বাস, অনাদী লাহা, সন্দীপ পাল, দীপক মজুমদার ও সুব্রত চ্যাটার্জী।

৭) আইন সংক্রান্ত উপ-সমিতি

আইন সংক্রান্ত উপ-সমিতির আহ্বায়ক-সদস্য হবেন কমরেড সুব্রত চ্যাটার্জী।

অন্যান্য সদস্যরা হলেন কমরেড অনুপম মিত্র, বিদ্যুৎ ব্যানার্জী, শান্তনু হালদার, সোমনাথ দাশগুপ্ত, সন্দীপ পাল ও অনিন্দ্য দে।

৮) মেডিক্লেম ইনসিওরেন্স ও হসপিটাল টাই-আপ সংক্রান্ত উপ-সমিতি

মেডিক্লেম ইনসিওরেন্স ও হসপিটাল টাই-আপ সংক্রান্ত উপ-সমিতির আহ্বায়ক-সদস্য হবেন কমরেড সত্যব্রত দত্ত।

অন্যান্য সদস্যরা হলেন কমরেড বারিদ বরন দাস, অনিমেষ সুর, শান্তনু হালদার, নিত্য দাস, শ্রীজিৎ সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব দাস, দীপক মজুমদার, অবনী চ্যাটার্জী, সুনয় বিশ্বাস ও দীপক নস্কর।

সমস্ত উপসমিতি নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিতভাবে সভা ডাকবেন। উপসমিতির আহ্বায়ক-সদস্যরা উপসমিতিতে নতুন উৎসাহী সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে সচেষ্ট থাকবেন। কোনো শাখা কমিটির সদস্য ও সাধারণ সদস্যরাও যদি কোনো উপসমিতির কাজে আগ্রহী ও উৎসাহী হয়ে তার সাথে যুক্ত হতে ইচ্ছুক থাকেন, তবে তারা সেই উপসমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য সংশ্লিষ্ট আহ্বায়ক-সদস্যের সাথে যোগাযোগ করবেন।

সমস্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কমরেড এবং শাখা কমিটির সদস্যগনকে সাধারণ সদস্যদের সাথে নিয়মিত নিবিড় ও জীবন্ত যোগাযোগ রক্ষা করে সংগঠনকে আরো সংঘবদ্ধ, সজীব ও গতিশীল করার জন্য পুনরায় আহ্বান জানানো হচ্ছে। এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারলে তবেই আজকের পরিস্থিতিতে বিগত সম্মেলনের গৃহিত সিদ্ধান্তসমুহকে কার্যকরী করা সহজ হবে।

উল্লিখিত বিগত সাধারণ পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রতিটি উপসমিতির কাজের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হবে।

যথাসময়ে শাখা কমিটি গঠন করে নির্বাচিত শাখা কমিটির নামের তালিকার একটি প্রতিলিপি সত্বর সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠানোর জন্য পুনর্বার অনুরোধ করা হচ্ছে।

সাধারণ পরিষদের প্রথম সভা থেকে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি মাসের চতুর্থ শনিবার বিকেল ৩টে থেকে ৬টা পর্য্যন্ত সংগঠনের সদর দপ্তর সদস্যদের জন্য খোলা থাকবে।

শুভেচ্ছা ও সংগ্রামী অভিনন্দন সহ,

শ্রীজিৎ সেনগুপ্ত

(শ্রীজিৎ সেনগুপ্ত)
সাধারণ সম্পাদক